গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে কেমন জনপ্রতিনিধি পেলাম

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক (৫ জুন, ২০১৮)

গত ২৬ জুন ২০১৮ শেষ হলো গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ভোটযুদ্ধ। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, গত ১৫ মে ২০১৮, একই দিনে গাজীপুর ও খুলনা সিটির নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও সীমানা জটিলতা বিষয়ে একটি রিটের কারণে উচ্চ আদালত গত ০৬ মে ২০১৮, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ওপর স্থগিতাদেশ প্রদান করে। পরবর্তীতে দুই মেয়র প্রার্থী ও নির্বাচন কমিশনের আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার হয় এবং আদালতের নির্দেশনার আলোকে ভোটের নতুন তারিখ নির্ধারিত হয় ২৬ জুন ২০১৮।

তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল ১২ এপ্রিল ২০১৮। এছাড়াও ১৫ ও ১৬ এপ্রিল মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই, ২৩ এপ্রিলের মধ্যে প্রার্থিতা প্রত্যাহার এবং ২৪ এপ্রিল প্রতীক বরাদ্দের তারিখ নির্ধারিত ছিল। এই নির্বাচনে মেয়র পদের জন্য ১০ জন, ৫৭টি সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদের জন্য ২৯৪ জন এবং ১৯টি সংরক্ষিত নারী আসনের কাউন্সিলর পদের জন্য ৮৭ জন; অর্থাৎ তিনটি পদে সর্বমোট ৩৯১ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও মেয়র, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে যথাক্রমে ৭, ২৫৪ ও ৮৪ জন; অর্থাৎ ৩টি পদে সর্বমোট ৩৪৫ জন প্রার্থী চূড়ান্ত লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

নির্বাচনী বিধি-বিধান অনুযায়ী প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা আকারে সাত ধরনের তথ্য মনোনয়নপত্রের সাথে রিটার্নিং অফিসারের কাছে দাখিল করেছিলেন। আমরা **'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক'**-এর উদ্যোগে নির্বাচনের পূর্বে সংবাদ সম্মেলন করে প্রার্থীগণ প্রদত্ত তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরেছিলাম; যাতে কী ধরনের প্রার্থীরা এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তা ভোটাররা জানতে পারেন এবং পাশাপাশি তাঁদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।

শুধুমাত্র প্রার্থীদের তথ্যের বিশ্লেষণ উপস্থাপনই নয়, একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং স্বচ্ছ নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে আওয়াজ তোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছিল 'সুজন'-এর পক্ষ থেকে। কর্মসূচিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

- **সংবাদ সম্মেলন:** অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে গত ১৬ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে গাজীপুর প্রেসক্লাবে একটি সংবাদ সম্মেলন আয়োজনের মধ্য দিয়ে নির্বাচনকেন্দ্রিক কার্যক্রমের সূচনা করা হয়েছিল। উক্ত সংবাদ সম্মেলন থেকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনসহ নির্বাচনসংশ্লিষ্টদের প্রতি এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন, সরকার, প্রার্থী ও সমর্থক, নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং ভোটারদের প্রতি আমাদের আহ্বান ছিল ভিন্ন ভিন্ন। ভোটার ছাড়া অন্যান্যদের প্রতি আমাদের আহ্বান ছিল স্ব স্ব অবস্থানে থেকে যথাযথ ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ করার। ভোটারদের প্রতি আহ্বান ছিল প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে ও বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার। উল্লেখ্য, প্রার্থীদের তথ্যের বিশ্লেষণ উপস্থাপনের জন্য সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল গত ৩ মে ২০১৮ তারিখে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে।
- **জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান:** গত ৩০ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে জয়দেবপুর কনভেনশন সেন্টারে প্রতিদ্বন্দ্বী সাতজন মেয়র প্রার্থীকে এক মঞ্চে এনে 'জনগণের মুখোমুখি' করা হয়েছিল। ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীদের এক মঞ্চে এনে প্রথম দফায় (স্থগিতাদেশের পূর্বে) ২৭ এপ্রিল থেকে ৬ মে ২০১৮ পর্যন্ত ১১টি এবং দ্বিতীয় দফায় (স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের পর প্রচারণা শুরু হলে) ১৯ জুন থেকে ২৩ জুন ২০১৮ পর্যন্ত আরও ১১টি ওয়ার্ডে অর্থাৎ মোট ২২টি ওয়ার্ডে 'জনগণের মুখোমুখি' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ওয়ার্ডসমূহ ছিল: ১,২,৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ৯, ২৩, ২৪, ২৬, ২৯, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫১, ৫৩ এবং সংরক্ষিত ১৭। অনুষ্ঠানসমূহে প্রতিদ্বন্দ্বী মেয়র, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীগণ যেমন তাঁদের ভবিষৎ কর্মসূচি ভোটারদের সামনে তুলে ধরেছেন; তেমনি ভোটারাও তাঁদের প্রত্যাশা তুলে ধরা-সহ প্রার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়েছেন। পাশাপাশি অনুষ্ঠানসমূহে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা এবং নির্বাচিত হলে জনকল্যাণে ভূমিকা রাখার ব্যাপারে প্রার্থীরা লিখিত অঙ্গীকার করেছেন এবং প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে অসৎ ও অযোগ্যদের বর্জন করে, সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার ব্যাপারে ভোটাররাও শপথ গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য, ভোটাররা বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানসমূহে উপস্থিত হয়েছিলেন।
- **ভোটারদের মধ্যে তথ্যচিত্র বিতরণ:** মেয়র প্রার্থীগণ-সহ ২২টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কর্তৃক হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে তথ্যচিত্র তৈরি করে প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার আহ্বান-সহ প্রকাশ এবং ভোটারদের মধ্যে তা বিতরণ করা হয়।

- **ওয়েবসাইটে তথ্যচিত্র সন্নিবেশন:** মনোনয়নপত্রের সাথে হলফনামা আকারে প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে প্রণীত তথ্যচিত্র আমরা অতীতের মত মেয়র, ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের নারী কাউন্সিলরদের জন্য পৃথক পৃথকভাবে 'সুজন' পরিচালিত ওয়েবসাইটে (www.votebd.org) সন্নিবেশিত করেছি।

- **সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড:** সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার আহ্বানে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে ভোটার সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। 'সুজন'-এর একটি সাংস্কৃতিক দল প্রথম দফায় গত ৪ থেকে ৬ মে ২০১৮ এবং দ্বিতীয় দফায় ১৮ জুন থেকে ২৪ জুন পর্যন্ত মোট দশ দিন পিক-আপে করে সমগ্র সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ঘুরে ঘুরে সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে এই প্রচারণা চালিয়েছে।

- **মানববন্ধন:** অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে গত ২৪ জুন ২০১৮, সকাল ১০টা-১১টা পর্যন্ত গাজীপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে একটি মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানের পাশাপাশি কোনো প্রার্থী বা তাদের সমর্থকরা যদি অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে ভোট ক্রয়ের জন্য মাঠে নামেন, তবে ভোটাররা যেন একতাবদ্ধ হয়ে তাদের আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে, সে আহ্বান জানানো হয় ভোটারদের প্রতি। একইভাবে শুধু ভোট প্রদান নয়, ভোটের ফলাফল রক্ষার ব্যাপারেও সজাগ থাকার জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

- **প্রচারণায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (সোশাল মিডিয়া) ব্যবহার:** 'সুজন'-এর ফেসবুক পেইজেও (facebook.com/shujan.bd) প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে বিভিন্নমুখী প্রচারণা চালানো হয়েছে। 'সুজন'-এর ফেসবুক পেইজে সাতজন মেয়র প্রার্থীর বিভিন্ন ধরনের তথ্য, গাজীপুরের ইতিহাস-ঐতিহ্য, মেয়র প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার, কী ধরনের প্রার্থীকে জনগণ ভোট দেবেন ইত্যাদি পোস্ট আপলোড করা হয়। গত ১৩ মে ২০১৮ থেকে ২৬ জুন ২০১৮ পর্যন্ত ৩ লাখ ৭২ হাজার ১৬৩ জন (ভিউয়ার্স) 'সুজন'-এর এই প্রচারণায় বিভিন্নভাবে যুক্ত হয়েছেন।

উপরোল্লেখিত সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমসমূহ ছাড়াও অবাধ, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টি এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রচারণা চালানো হয়েছে।

আমরা 'সুজন'-এর পক্ষ থেকে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিজয়ীদের হলফনামা ও আয়কর বিবরণীতে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে গণমাধ্যমের সহায়তায় ভোটারদের সামনে উপস্থাপন করে তাঁদের দেখাতে চাই যে, তাঁরা কী ধরনের প্রতিনিধি নির্বাচিত করলেন। নিশ্চয়ই তাঁরা এই বিশ্লেষণ থেকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক অনুষঙ্গসমূহ খুঁজে বের করতে সক্ষম হবেন; যা ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁদের জন্য সহায়ক হতে পারে।

আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে মেয়র-সহ নব-নির্বাচিত সকল কাউন্সিলর প্রার্থীর তথ্যের বিশ্লেষণ উপস্থাপনের কথা থাকলেও নয়টি কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ স্থগিত থাকায় তা সম্ভব হচ্ছে না। কয়েকটি ওয়ার্ডের এক বা একাধিক কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ স্থগিত থাকলেও সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত কাউন্সিলর প্রার্থীর ভোটের সাথে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর ভোটের ব্যবধান স্থগিত হওয়া কেন্দ্রের মোট ভোটের চেয়ে অধিক হওয়ায়, সেখানে ফলাফল নির্ধারিত হয়েছে। ওয়ার্ডসমূহ হচ্ছে, সাধারণ ওয়ার্ড: ১৫ ও ২৬ এবং সংরক্ষিত ওয়ার্ড: ৫, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭ ও ১৮। তবে সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীর ভোটের সাথে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর ভোটের ব্যবধান স্থগিত হওয়া কেন্দ্রের মোট ভোটের চেয়ে কম হওয়ায় সাধারণ ওয়ার্ড ৩৭, ৪২, ৪৮, ৫১ ও ৫৩ এবং সংরক্ষিত ওয়ার্ড-৯ এর ফলাফল নির্ধারিত হয়নি। ফলে মেয়র প্রার্থীসহ ৫৭টি সাধারণ ওয়ার্ডের মধ্যে নব-নির্বাচিত ৫২ জন কাউন্সিলর এবং ১৯টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের মধ্যে নব-নির্বাচিত ১৮ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের তথ্যের বিশ্লেষণ আমরা আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে তুলে ধরছি।

১. শিক্ষাগত যোগ্যতা:

পদ	এসএসসি'র নীচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট বিজয়ী	মোট পদ

বিজয়ী মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	১ ১০০%	১টি
মেয়র প্রার্থী	০ ০%	০ ০%	০ ০%	২ ২৮.৫৭%	৫ ৭১.৪৩%	০ ০%	৭ ১০০%	
বিজয়ী কাউন্সিলর	১৬ ৩০.৭৬%	১১ ২১.১৫%	১১ ২১.১৫%	৯ ১৭.৩০%	৪ ৭.৬৯%	১ ১.৯২%	৫২ ১০০%	৫৭টি
কাউন্সিলর প্রার্থী	১১২ ৪৪.০৯%	৪০ ১৫.৭৪%	৩৪ ১৩.৩৮%	৩৯ ১৫.৩৫%	২১ ৮.২৬%	৮ ৩.১৪%	২৫৪ ১০০%	
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	৭ ৩৮.৮৮%	৫ ২৭.৭৭%	১ ৫.৫৫%	৩ ১৬.৬৬%	২ ১১.১১%	০ ০%	১৮ ১০০%	১৯টি
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	৪৯ ৫৮.৩৩%	৯ ১০.৭১%	৯ ১০.৭১%	৯ ১০.৭১%	৭ ৮.৩৩%	১ ১.১৯%	৮৪ ১০০%	
মোট বিজয়ী	২৩ ৩২.৩৯%	১৬ ২২.৫৩%	১২ ১৬.৯০%	১২ ১৬.৯০%	৭ ৯.৮৫%	১ ১.৪০%	৭১ ১০০%	৭৭টি
মোট প্রার্থী	**১৬১** **৪৬.৬৬%**	**৪৯** **১৪.২০%**	**৪৩** **১২.৪৬%**	**৫০** **১৪.৪৯%**	**৩৩** **৯.৫৬%**	**৯** **২.৬০%**	**৩৪৫** **১০০%**	

- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নব-নির্বাচিত মেয়র মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের শিক্ষাগত যোগ্যতা এমএ; এলএলবি।
- নব-নির্বাচিত ৫২ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১৬ জনের (৩০.৭৬%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নিচে, ১১ জনের (২১.১৫%) এসএসসি এবং ১১ জনের (২১.১৫%) জনের এইচএসসি, ৯ জনের (১৭.৩০%) স্নাতক এবং ৪ জনের (৭.৬৯%) স্নাতকোত্তর। শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করা নেই ১ জন (১.৯২%) নব-নির্বাচিত কাউন্সিলরের।
- নব-নির্বাচিত ১৮ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৭ জনের (৩৮.৮৮%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নিচে, ৫ জনের (২৭.৭৭%) এসএসসি, ১ জনের (৫.৫৫%) এইচএসসি, ৩ জনের (১৬.৬৬%) স্নাতক এবং ২ জনের (১৬.৬৬%) স্নাতকোত্তর।
- নব-নির্বাচিত সর্বমোট ৭১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৩৯ জনেরই (৫৪.৯২%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা তার নিচে। পক্ষান্তরে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীর সংখ্যা ১৯ জন (২৬.৭৬%)। ৭১ জন নব-নির্বাচিত জন প্রতিনিধির মধ্যে ২৪ জন (৩৩.৮০%) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারেননি। উল্লেখ্য, শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ না করা একজনকেও এই ২৪ জনের মধ্যে ধরা হয়েছে।
- নির্বাচনে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী ২৪.০৫% (৩৪৫ জনের মধ্যে ৮৩ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ২৬.৭৬% (৭১ জনের মধ্যে ১৯ জন)। অপরদিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো ৪৬.৬৬% (৩৪৫ জনের মধ্যে ১৬১ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৩৩.৮০% (৭১ জনের মধ্যে ২৪ জন)।
- বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় উচ্চ শিক্ষিতদের নির্বাচিত হওয়ার হার যেমন কিছুটা বেশি, তেমনি স্বল্প শিক্ষিতদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় অনেক কম। বিষয়টি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক।

২. পেশা সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	কৃষি	ব্যবসা	চাকরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট বিজয়ী	মোট পদ

বিজয়ী মেয়র	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	১টি
মেয়র প্রার্থী	০ ০%	৩ ৪২.৮৬%	৩ ৪২.৮৬%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৭ ১০০%	
বিজয়ী কাউন্সিলর	৩ ৫.৭৬%	৪৩ ৮২.৬৯%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৫ ৯.৬১%	১ ১.৯২%	৫২ ১০০%	৫৭টি
কাউন্সিলর প্রার্থী	২২ ৮.৬৬%	১৯৩ ৭৫.৯৮%	৫ ১.৯৬%	২ ০.৭৮%	১ ০.৩৯%	১২ ৪.৭২%	১৯ ৭.৪৮%	২৫৪ ১০০%	
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	০ ০%	৩ ১৬.৬৬%	২ ১১.১১%	১ ৫.৫৫%	৯ ৫০%	৩ ১৬.৬৬%	০ ০%	১৮ ১০০%	১৯টি
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	১ ১.২৯%	২৩ ২৭.৩৮%	৬ ৭.১৪%	৫ ৫.৯৫%	৩৯ ৪৬.৪২%	৩ ৩.৫৭%	৭ ৮.৩৩%	৮৪ ১০০%	
মোট বিজয়ী	৩ ৪.২২%	৪৭ ৬৬.১৯%	২ ২.৮১%	১ ১.৪০%	৯ ১২.৬৭%	৮ ১১.২৬%	১ ১.৪০%	৭১ ১০০%	৭৭টি
মোট প্রার্থী	**২৩** **৬.৬৬%**	**২১৯** **৬৩.৪৭%**	**১৪** **৪.০৫%**	**৮** **২.৩১%**	**৪০** **১১.৫৯%**	**১৫** **৪.৩৪%**	**২৭** **৭.৮২%**	**৩৪৫** **১০০%**	

- নব-নির্বাচিত মেয়র মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের পেশা ব্যবসা।
- নব-নির্বাচিত ৫২ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৪৩ জনই (৮২.৮৯%) ব্যবসায়ী।
- নব-নির্বাচিত ১৮ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৯ জনই (৫০%) গৃহিণী। বাকি ৯ জনের মধ্যে ৩ জন (১৬.৬৬%) ব্যবসায়ী এবং ১ জন (৫.৫৫%) আইনজীবী। ১০নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের নব-নির্বাচিত কাউন্সিলর মোসা. আয়েশা আক্তার আইনজীবী।
- নব-নির্বাচিত সর্বমোট ৭১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৪৭ জনই (৬৬.১৯%) ব্যবসায়ী।
- পেশার ক্ষেত্রে দেখা যায়, ব্যবসায়ীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি। কেননা, তিনটি পদে ৬৩.৪৭% (৩৪৫ জনের মধ্যে ২১৯ জন) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৬৬.১৯% (৭১ জনের মধ্যে ৮৭ জন)।
- বিশ্লেষণে অন্যান্য নির্বাচনের মত গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনেও বিজয়ী জনপ্রতিনিধিদের মধ্যেও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য লক্ষ করা যাচ্ছে।

৩. মামলা সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায়	অতীতে ৩০২ ধারায়	উভয় সময়েই	উভয় সময়েই	মোট বিজয়ী	মোট পদ

			মামলা	মামলা	মামলা	৩০২ ধারায় মামলা		
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	১টি
মেয়র প্রার্থী	২ ২৮.৫৭%	৩ ৪২.৮৬%	০ ০%	০ ০%	২ ২৮.৫৭%	০ ০%	৭ ১০০%	
বিজয়ী কাউন্সিলর	২৪ ৪৬.১৫%	১৬ ৩০.৭৬%	২ ৩.৮৪%	৪ ৭.৬৯%	৯ ১৭.৩০%	১ ১.৯২%	৫২ ১০০%	৫৭টি
কাউন্সিলর প্রার্থী	৯৩ ৩৬.৬১%	৩৮ ১৪.৯৬%	৭ ২.৭৫%	৬ ২.৩৬%	২২ ৮.৬৬%	১ ০.৩৯%	২৫৪ ১০০%	
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	০ ০%	১ ৫.৫৫%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১৮ ১০০%	১৯টি
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	৫ ৫.৯৫%	২ ২.৩৮%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৮৪ ১০০%	
মোট বিজয়ী	২৪ ৩৩.৮০%	১৮ ২৫.৩৫%	২ ২.৮১%	৪ ৫.৬৩%	৯ ১২.৬৭%	১ ১.৪০%	৭১ ১০০%	৭৭টি
মোট প্রার্থী	**১০০** **২৮.৯৮%**	**৪৩** **১২.৪৬%**	**৭** **২.০২%**	**৬** **১.৭৩%**	**২৪** **৬.৯৫%**	**১** **০.২৮%**	**৩৪৫** **১০০%**	

- নব-নির্বাচিত মেয়র মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের বিরুদ্ধে অতীতে দুটি ফৌজদারি মামলা ছিল; তবে বর্তমানে নেই; যার মধ্যে একটি থেকে খালাস এবং অপরটি থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন।

- নব-নির্বাচিত ৫২ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ২৪ জনের (৪৬.১৫%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা রয়েছে। অতীতে ছিল ১৬ জনের (৩০.৭৬%) বিরুদ্ধে। নয়জনের (১৭.৩০%) অতীত ও বর্তমান উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে। ৩০২ ধারায় বর্তমানে মামলা রয়েছে দুইজনের (৩.৮৪%) বিরুদ্ধে এবং অতীতে ছিল চারজনের (৭.৬৯%)। ৩০২ ধারায় অতীত ও বর্তমান উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে একজনের (১.৯২%) বিরুদ্ধে। যে দুইজন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর বিরুদ্ধে বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা রয়েছে, তাঁরা হচ্ছেন ৩০নং ওয়ার্ডের মো. আনোয়ার হোসেন ও ৩৫নং ওয়ার্ডের আব্দুল্লাহ আল মামুন। অতীতে ৩০২ ধারার মামলাভূক্ত চারজন প্রার্থী হচ্ছেন ৩নং ওয়ার্ডের মো. সাইজ উদ্দিন মোল্লা, ৩৩নং ওয়ার্ডের আলহাজ্ব মো. মিজানুর রহমান, ৩৫নং ওয়ার্ডের আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং ৩৬নং ওয়ার্ডের মো. আলমগীর হোসেন। উল্লেখ্য, ৩৫নং ওয়ার্ডের আব্দুল্লাহ আল মামুনের বিরুদ্ধে অতীতেও ৩০২ ধারায় মামলা ছিল এবং বর্তমানেও আছে।

- নব-নির্বাচিত ১৮ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে একজনের (৫.৫৫%) বিরুদ্ধে অতীতে ফৌজদারি মামলা ছিল। তিনি হচ্ছেন সংরক্ষিত ১৩ নং ওয়ার্ডের মোসা. শিরিন আক্তার।

- নব-নির্বাচিত সর্বমোট ৭১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ২৪ জনের (৩৩.৮০%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ১৮ জনের (২৫.৩৫%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ৯ জনের (১২.৬৭%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় বর্তমানে মামলা রয়েছে ২ জনের (২.৮১%) বিরুদ্ধে এবং অতীতে ছিল ৪ জনের (৫.৬৩%)। ৩০২ ধারায় মামলা ছিল এবং বর্তমানেও আছে ১ জনের (১.৪০%) বিরুদ্ধে।

- প্রতিদ্বন্দ্বী সকল প্রার্থীদের মধ্যে বর্তমানে ২৮.৯৮% (৩৪৫ জনের মধ্যে ১০০ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ৩৩.৮০% (৭১ জনের মধ্যে ২৪ জন); প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে অতীতে ১২.৪৬% (৩৪৫ জনের মধ্যে ৪৩ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ২৫.৩৫% (৭১ জনের মধ্যে ১৮ জন); উভয় সময়ে মামলার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ৬.৯৫% (৩৪৫ জনের মধ্যে ২৪ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ১২.৬৭% (৭১ জনের মধ্যে ৯ জন)। ৩০২ ধারায় মামলার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে বর্তমানে ২.০২% (৩৪৫ জনের মধ্যে ৭ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ২.৮১% (৭১ জনের মধ্যে ২ জন) এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ১.৭৩% (৩৪৫ জনের মধ্যে ৬ জন)-এর বিরুদ্ধে অতীতে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ৫.৬৩% (৭১ জনের মধ্যে ৪ জন)। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ৩০২ ধারায় উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল এমন ০.২৮% (৩৪৫ জনের মধ্যে ১ জন) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছে ১.৪০% (৭১ জনের মধ্যে ১ জন)।

- বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় মামলা সংশ্লিষ্টদের নির্বাচিত হওয়ার হার বেশি।

৪. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	২ লক্ষের নিচে	২ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নাই	মোট বিজয়ী	মোট পদ
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	১ ১০০%	১টি
মেয়র প্রার্থী	০ ০%	২ ২৮.৫৭%	৩ ৪২.৮৫%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	৭ ১০০%	
বিজয়ী কাউন্সিলর	৫ ৯.৬১%	২৮ ৫৩.৮৪%	১৪ ২৬.৯২%	২ ৩.৮৪%	০ ০%	১ ১.৯২%	২ ৩.৮৪%	৫২ ১০০%	৫৭টি
কাউন্সিলর প্রার্থী	৩৭ ১৪.৫৬%	১৫২ ৫৯.৫৪%	৪৩ ১৬.৯২%	২ ০.৭৮%	২ ০.৭৮%	১ ০.৩৯%	১৭ ৬.৬৯%	২৫৪ ১০০%	
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	৩ ১৬.৬৬%	৭ ৩৮.৮৮%	১ ৫.৫৫%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৭ ৩৮.৮৮%	১৮ ১০০%	১৯টি
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	১৭ ২০.২৩%	৩৯ ৪৬.৪২%	৪ ৪.৭৬%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	২৪ ২৮.৫৭%	৮৪ ১০০%	
মোট বিজয়ী	৮ ১১.২৬%	৩৫ ৪৯.২৯%	১৫ ২১.১২%	২ ২.৮১%	০ ০%	২ ২.৮১%	৯ ১২.৬৭%	৭১ ১০০%	৭৭টি
মোট প্রার্থী	**৫৪** **১৫.৬৫%**	**১৯৩** **৫৫.৯৪%**	**৫০** **১৪.৪৯%**	**২** **০.৫৭%**	**২** **০.৫৭%**	**২** **০.৫৭%**	**৪২** **১২.১৭%**	**৩৪৫** **১০০%**	

- নব-নির্বাচিত মেয়র মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের বার্ষিক আয় ২,১৬,৩৮,০০০ টাকা।
- নব-নির্বাচিত ৫২ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৩৩ জন (৬৩.৪৬%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। আয় উল্লেখ না করা দুইজন-সহ এই হার দাঁড়ায় ৬৭.৩০% (৩৫ জন)। বছরে কোটি টাকার অধিক আয় করেন একজন। বছরে কোটি টাকার অধিক আয়কারী কাউন্সিলর হলেন ৪৩নং ওয়ার্ডের আসাদুর রহমান কিরণ। তাঁর বার্ষিক আয় ১,৫২,৬২,৯৬১ টাকা।
- নব-নির্বাচিত ১৮ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে দশজন (৫৫.৫৫%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। আয় উল্লেখ না করা সাতজনকে ধরলে এই হার দাঁড়ায় ৯৪.৪৪% (১৭ জন)।
- নব-নির্বাচিত সর্বমোট ৭১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৪৩ জনের (৬০.৫৬%) বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার কম। আয় উল্লেখ না করা নয়জন-সহ এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৫২ জন (৭৩.২৩%)। নব-নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে কোটি টাকার অধিক আয়কারী রয়েছেন দুইজন (২.৮১%)।
- বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয়কারী ৮৩.৭৬% (৩৪৫ জনের মধ্যে ২৮৯ জন) প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৭৩.২৩% (৫২জন)। অপরদিকে কোটি টাকার অধিক আয়কারী দুইজন (০.৫৭%) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দুইজনই (২.৮১%) নির্বাচিত হয়েছেন। এক্ষেত্রে নির্বাচিত হওয়ার হার শতভাগ।
- বিশ্লেষণে বলা যায় যে, স্বল্প আয়কারী প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কম হলেও অপেক্ষাকৃত অধিক আয়কারী প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি।

৫. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্যঃ

পদ	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট বিজয়ী	মোট পদ
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	১ ১০০%	১টি
মেয়র প্রার্থী	১ ১৪.২৮%	৩ ৪২.৮৬%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	৭ ১০০%	
বিজয়ী কাউন্সিলর	৩২ ৬১.৫৩%	৯ ১৭.৩০%	৩ ৫.৭৬%	০ ০%	৩ ৫.৭৬%	০ ০%	৫ ৯.৬১%	৫২ ১০০%	৫৭টি
কাউন্সিলর প্রার্থী	১৫৬ ৬১.৪১%	৪৯ ১৯.২৯%	১২ ৪.৭২%	৩ ১.১৮%	৩ ১.১৮%	০ ০%	৩১ ১২.২০%	২৫৪ ১০০%	
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	১২ ৬৬.৬৬%	২ ১১.১১%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৪ ২২.২২%	১৮ ১০০%	১৯টি
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	৫৯ ৭০.২৩%	১৪ ১৬.৬৬%	১ ১.১৯%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১০ ১১.৯০%	৮৪ ১০০%	
মোট বিজয়ী	৪৪ ৬১.৯৭%	১১ ১৫.৪৯%	৩ ৪.২২%	০ ০%	৩ ৪.২২%	১ ১.৪০%	৯ ১২.৬৭%	৭১ ১০০%	৭৭টি
মোট প্রার্থী	**২১৬** **৬২.৬০%**	**৬৬** **১৯.১৩%**	**১৩** **৩.৭৬%**	**৩** **০.৮৬%**	**৪** **১.১৫%**	**১** **০.২৮%**	**৪২** **১২.১৭%**	**৩৪৫** **১০০%**	

- নব-নির্বাচিত মেয়র মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের সম্পদের পরিমাণ ৮, ৮৮,২৬,৭৩৬.০০ টাকা।
- নব-নির্বাচিত ৫২ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে শতকরা ৬১.৪১% ভাগের (৩২ জন) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম মূল্যমানের। আয় উল্লেখ না করা ৫ জন-সহ হিসেব করলে এই হার দাড়ায় ৭১.১৫% (৫৭ জন)। তিনজন কাউন্সিলরের (৫.৭৬%) ১ কোটি টাকার অধিক মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে। কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিক কাউন্সিলররা হচ্ছেন ৪৩নং ওয়ার্ডের আসাদুর রহমান কিরণ (সম্পদের পরিমাণ: ১৮,২৬,৫৭,৬৪৯ টাকা), ৫৭নং ওয়ার্ডের মো. গিয়াস উদ্দিন সরকার (সম্পদের পরিমাণ: ১৮,১০,৫১,৭৬৫ টাকা) এবং ৪৪নং ওয়ার্ডের মো. মাজহারুল ইসলাম (সম্পদের পরিমাণ: ১,৩৮,৫৫,২০৯ টাকা)।
- নব-নির্বাচিত ১৮ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ১২ জনের (৬৬.৬৬%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম। সম্পদ উল্লেখ না করা ৪ জনসহ এই হার দাঁড়ায় ৮৮.৮৮% (১৬ জন)।
- নব-নির্বাচিত সর্বমোট ৭১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৪৪ জনের (৬১.৯৭%) সম্পদের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকার কম। সম্পদের কথা উল্লেখ না করা নয়জন-সহ এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৩ জন (৭৪.৬৪%)। কোটিপতি রয়েছেন মাত্র চারজন (৫.৬৩%)।
- ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক ৭৪.৭৮% (৩৪৫ জনের মধ্যে ২৫৮ জন) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৭৪.৬৪% (৭১ জনের মধ্যে ৫৩ জন)। অপরদিকে কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিক পাঁচজন (১.৪৪%) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন চারজন (৫.৬৩%)। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কম সম্পদের মালিকদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় তেমন হেরফের না হলেও অধিক সম্পদের মালিকদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি (৮০%)।
- প্রার্থীদের সম্পদের হিসাবের যে চিত্র উঠে এসেছে, তাকে কোনোভাবেই সম্পদের প্রকৃত চিত্র বলা যায় না। কেননা, প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই প্রতিটি সম্পদের মূল্য উল্লেখ করেন না, বিশেষ করে স্থাবর সম্পদের। আবার উল্লেখিত মূল্য বর্তমান বাজার মূল্য না; এটা অর্জনকালীন মূল্য। বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরেও আমরা হলফনামার ভিত্তিতে শুধুমাত্র মূল্যমান উল্লেখ করা সম্পদের হিসাব অনুযায়ী তথ্য তুলে ধরলাম। অধিকাংশ প্রার্থীর সম্পদের পরিমাণ প্রকৃতপক্ষে আরও বেশি। ছকটি পরিবর্তনের জন্য আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে অনেক আগেই প্রস্তাব দিয়েছি।

৬. দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট বিজয়ী	মোট ঋণগ্রহীতা	মোট পদ
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	১ ১০০%	১ ১০০%	১টি
মেয়র প্রার্থী	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	৭ ১০০%	১ ১৪.২৮%	
বিজয়ী কাউন্সিলর	১ ১.৯২%	১ ১.৯২%	৪ ৭.৬৯%	১ ১.৯২%	১ ১.৯২%	১ ১.৯২%	৫২ ১০০%	৯ ১৭.৩০%	৫৭টি
কাউন্সিলর প্রার্থী	৫ ১.৯৬%	১১ ৪.৩৩%	১২ ৪.৭২%	৩ ১.১৮%	১০ ৩.৯৩%	০ ০%	২৫৪ ১০০%	৪১ ১৬.১৪%	
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	০ ০%	১ ৫.৫৫%	০ ০%	১ ৫.৫৫%	০ ০%	০ ০%	১৮ ১০০%	২ ১১.১১%	১৯টি
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	০ ০%	৩ ৩.৫৭%	০ ০%	১ ১.১৯%	০ ০%	০ ০%	৮৪ ১০০%	৪ ৪.৭৬%	
মোট বিজয়ী	১ ১.৪০%	২ ২.৮১%	৪ ৫.৬৩%	২ ২.৮১%	১ ১.৪০%	১ ১.৪০%	৭১ ১০০%	১২ ১৬.৯০%	৭৭টি
মোট প্রার্থী	**৫** **১.৪৪%**	**১৪** **৪.০৫%**	**১২** **৩.৪৭%**	**৪** **১.১৫%**	**১১** **৩.১৮%**	০ ০%	**৩৪৫** **১০০%**	**৪৬** **১৩.৩৩%**	

- নব-নির্বাচিত মেয়র মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ঋণ না থাকলেও জমি বিক্রয়ের নিমিত্তে বায়না বাবদ ৮ কোটি টাকার দায় রয়েছে।
- নব-নির্বাচিত ৫২ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ঋণগ্রহীতা মাত্র ৯ জন (১৭.৩০%)। ঋণগ্রহীতা এই নয়জনের মধ্যে কোটি টাকার অধিক ঋণ রয়েছে মাত্র দুইজনের (২২.২২%)।
- নব-নির্বাচিত ১৮ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে মাত্র দুইজন (১১.১১%) ঋণগ্রহীতা।
- নব-নির্বাচিত সর্বমোট ৭১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ঋণগ্রহীতা মাত্র ১২ জন (১৬.৯০%)।
- নির্বাচনে মোট ১৩.৩৩% (৩৪৫ জনের মধ্যে ৪৬ জন) ঋণগ্রহীতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ১৬.৯০% (৭১ জনের মধ্যে ১২ জন)।
- বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে ঋণগ্রহীতাদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি।

৭. কর সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট বিজয়ী	মোট কর প্রদানকারী	মোট পদ
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	১ ১০০%	১ ১০০%	১টি
মেয়র প্রার্থী	১ ১৪.২৮%	০ ০%	০ ০%	২ ২৮.৫৭%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮ %	৭ ১০০%	৪ ৫৭.১৪%	
বিজয়ী কাউন্সিলর	১২ ২৩.০৭%	২ ৩.৮৪%	৬ ১১.৫৩%	৪ ৭.৬৯%	৪ ৭.৬৯%	১ ১.৯২%	২ ৩.৮৪%	৫২ ১০০%	৩১ ৫৯.৬১%	৫৭টি
কাউন্সিলর প্রার্থী	৪০ ১৫.৭৪%	৭ ২.৭৫%	৩১ ১২.২০%	৭ ২.৭৫%	১৩ ৫.১১%	১ ০.৩৯%	২ ০.৭৮%	২৫৪ ১০০%	১০১ ৩৯.৭৬%	
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	২ ১১.১১%	১ ৫.৫৫%	২ ১১.১১%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১৮ ১০০%	৭ ৩৮.৮৮%	১৯টি
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	৮ ৯.৫২%	১ ১.১৯%	৫ ৫.৯৫%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৮৪ ১০০%	১৪ ১৬.৬৬%	
মোট বিজয়ী	১৪ ১৯.৭১%	৩ ৪.২২%	৮ ১১.২৬%	৪ ৫.৬৩%	৪ ৫.৬৩%	১ ১.৪০%	৩ ৪.২২%	৭১ ১০০%	৩২ ৪৫%	৭৭টি
মোট প্রার্থী	**৪৯** **১৪.২০%**	**৮** **২.৩১%**	**৩৬** **১০.৪৩%**	**৯** **২.৬০%**	**১৩** **৩.৭৬%**	**১** **০.২৮**	**৩** **০.৮৬%**	**৩৪৫** **১০০%**	**১১৯** **৩৪.৪৯%**	

- নব-নির্বাচিত মেয়র মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম সর্বশেষ অর্থ বছরে ৬৪,০০,৫৪০.০০ টাকা কর প্রদান করেছেন।
- নব-নির্বাচিত ৫২ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৩১ জন (৫৯.৬১%) করদাতা। করদাতা ৩১ জন কাউন্সিলরের মধ্যে সাতজন (২২.৫৮%) সর্বশেষ অর্থবছরে লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেছেন। ৫ লক্ষ টাকার অধিক কর প্রদানকারী কাউন্সিলর প্রার্থীরা হচ্ছেন ৪৩নং ওয়ার্ডের আসাদুর রহমান কিরণ (প্রদত্ত করঃ ১৩,৭২,২৮৯ টাকা), ৪৬নং ওয়ার্ডের মো. নূরুল ইসলাম (প্রদত্ত করঃ ১০,৯১,৮৯৪ টাকা) এবং ১৩নং ওয়ার্ডের খোরশেদ আলম সরকার (প্রদত্ত করঃ ৮,৪৭,৫৮৮ টাকা)।
- নব-নির্বাচিত ১৮ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরদের মধ্যে সাতজন (৩৮.৮৮%) করদাতা।
- নব-নির্বাচিত সর্বমোট ৭১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৩২ জন (৪৫%) করদাতা। এই ৩২ জনের মধ্যে ৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম কর প্রদান করেন ১৪ জন (১৯.৭১%) এবং লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেন আটজন (১১.২৬%)।
- নির্বাচনে ৩৪.৪৯% (৩৪৫ জনের মধ্যে ১১৯ জন) কর প্রদানকারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৪৫% (৭১ জনের মধ্যে ৩২ জন)।
- বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কর প্রদানকারীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি।
- একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, কোনো কোনো প্রার্থী শুধুমাত্র আয়কর সনদপত্র জমা দিয়েছেন। কত টাকা কর প্রদান করেছেন এ ধরনের কোনো তথ্য প্রদান করা হয়নি। ফলে বিশ্লেষণে উল্লেখিত কর প্রদানকারীর সংখ্যা, প্রকৃত কর প্রদানকারীর সংখ্যার চেয়ে কম বলে আমরা মনে করি।

কেমন হলো গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন

২০০২ সালে 'সিটিজেন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন্স' নাম নিয়ে আত্মপ্রকাশের পর নির্বাচনকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল আজকের 'সুজন'-এর। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন দিয়ে শুরু করলেও পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত প্রতিটি নির্বাচনে, অর্থাৎ পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ এমনকি জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও 'সুজন' ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং স্বচ্ছ নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে আওয়াজ তোলা। পাশাপাশি পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়াই পর্যবেক্ষণ করে থাকে 'সুজন'। তবে, নির্বাচনের দিনে ভোটকেন্দ্র পর্যবেক্ষণের কাজে সম্পৃক্ত না থাকায় ওই দিনের খবরাখবরের জন্য সাংগঠনিক উৎসের পাশাপাশি গণমাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সংগঠনের বক্তব্যের ওপর নির্ভর করতে হয় সুজনকে।

সারাদেশের সচেতন মানুষদের মত গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের দিকে নজর রেখেছিল 'সুজন'। সঙ্গত কারণেই গণমাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত প্রতিবেদনের দিকেও দৃষ্টি ছিল 'সুজন'-এর। নিম্নে গণমাধ্যমে প্রকাশিত কিছু প্রতিবেদনের শিরোনাম ও প্রতিবেদনের অংশবিশেষ তুলে ধরা হলো:

নির্বাচনের দিন গণমাধ্যমে প্রকাশিত কিছু প্রতিবেদনের শিরোনাম:

প্রথম আলো:

১. গাজীপুরে ভোটারের হাত থেকে ব্যালট ছিনিয়ে নিয়ে সিল; ২. গাজীপুর সিটি নির্বাচনে কেন্দ্রে ঢুকে ব্যালট ছিনিয়ে সিল।

মানবজমিন:

১. ইভিএমে বিড়ম্বনা, ধীরগতি; ২. 'মেয়রের ভোট দেয়া লাগবে না'; ৩. গাজীপুরে চার কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ স্থগিত; ৪. 'চারপাশে ঘিরে ধরে আধা ঘণ্টায় ভোট কেটে নেয়' (ভিডিওসহ); ৫. আড়াই ঘণ্টায় ব্যালট পেপার শেষ!; ৬. সাত কেন্দ্রে বিএনপির পোলিং এজেন্ট নেই: 'কোনো সাউন্ড নাই, বের হ' (ভিডিওসহ)।

যুগান্তর:

১. ৫-৬টি কেন্দ্রে জোরপূর্বক সিল, জালভোটের কথা স্বীকার রিটার্নিং কর্মকর্তার।

আমাদের সময় ডটকম:

১. 'আপনার ভোট দেওয়া হয়ে গেছে, চলে যান'; ২. তোপের মুখে প্রিজাইডিং অফিসার: ইভিএমে ভোট দিতে পারেনি শতাধিক ভোটার; ৩. সবার সামনে জালভোট দিচ্ছেন নৌকার ব্যাজধারীরা।

বাংলানিউজ ২৪ ডটকম:

১. গাজীপুরে দুই প্রার্থীর সমর্থকদের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া; ২. বিএনপি'র এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ

বাংলা ট্রিবিউন:

১. কয়েকটি কেন্দ্রে ভোট স্থগিত, কর্তৃপক্ষের দাবি ব্যালট সংকট; ২. পুলিশের বাধায় কেন্দ্র দখলের চেষ্টা ব্যর্থ।

নির্বাচনের পরদিন ও তৎপরবর্তী সময়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত কিছু বিশেষ প্রতিবেদন:

বিবিসি বাংলা:

বিবিসি বাংলার সাংবাদদাতা কাদির কল্লোল 'বিবিসির চোখে: কেমন হলো বাংলাদেশে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন' শিরোনামের এক প্রতিবেদনে তাঁর নির্বাচনের দিনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন। প্রতিবেদনে তিনি গাজীপুর টঙ্গী এলাকার একাধিক ভোটার ও সাংবাদিকের সাথে আলাপচারিতা এবং কেন্দ্রগুলো সরেজমিন পরিদর্শনের চিত্র তুলে ধরেছেন। তাতে যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: ১. পরিদর্শিত ১০টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে একটিতে বিএনপির মেয়র প্রার্থীর পোলিং এজেন্ট-এর দেখা পাওয়া এবং ভয়ে সেই এজেন্ট-এর প্রার্থীর দলীয় ব্যাজ ব্যবহার না করা; ২. বেশিরভাগ কেন্দ্রের বাইরে ও ভেতরে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থীর সমর্থকদের চোখে পড়ার মত সরব উপস্থিতি; ৩. নৌকার ব্যাজ পরে ধানের শীষে ভোট দেওয়া; ৪. বুথের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে ব্যালট ছিনিয়ে নিয়ে অন্য কক্ষে গিয়ে নৌকা মার্কা ও আওয়ামী লীগের কাউন্সিলর প্রার্থীর পক্ষে সিল মারা; এবং ৫. প্রকাশ্যে নৌকা মার্কায় সিল মেরে ব্যালট বাক্সে ভরা ইত্যাদি।

কাদির কল্লোল তাঁর প্রতিবেদন শেষ করেছেন একজন বেসরকারি হাইস্কুলের একজন শিক্ষকের সাথে আলাপচারিতা দিয়ে। তিনি লিখেছেন, ঐ শিক্ষক তাঁকে প্রশ্ন করেন, নির্বাচন কী প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়েছে? তিনি শিক্ষককে পাল্টা প্রশ্ন করেন, আপনার কী মনে হয়? শিক্ষক জবাব দেন, ''ধরপাকড়ের ভয়ে বিএনপি নেতা-কর্মীরা মাঠে ছিল না। ভোটের দিনও তারা সংগঠিত এবং সক্রিয় ছিল না। ফলে নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী দিয়ে অংশ নিলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলো না।''

২৮ জুন ২০১৮, 'খুলনার চেয়েও এক ধাপ এগিয়ে' শিরোনামে *প্রথম আলোতে* প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়: 'ভোটের দিন কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে খুলনার চেয়ে গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে আওয়ামী লীগ। এজেন্টদের কেন্দ্রছাড়া করার

ক্ষেত্রে নেওয়া হয়েছে অভিনব কৌশল। আর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের একটি অংশকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, মূলত বিএনপির মেয়র প্রার্থীর এজেন্টদের কেন্দ্রছাড়া করার পরই বিভিন্ন কেন্দ্রে ব্যালটে সিল মেরে বাক্স ভর্তি করার ঘটনাগুলো ঘটেছে। এতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের একটা অংশের বড় ভূমিকা ছিল। খুলনার নির্বাচনে বিএনপিকে মাঠছাড়া করার জন্য পুলিশ যেভাবে বাসা-বাড়িতে অভিযান চালিয়েছিল, গাজীপুরের ক্ষেত্রেও তা হয়েছিল। তবে তা খুলনার মতো তীব্র ছিল না। তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে শ'খানেক।'

প্রতিবেদনের মধ্যে 'যেভাবে এজেন্টরা উধাও' শীর্ষক সাব-শিরোনামে বলা হয়, 'ভোটের পরদিন বিভিন্ন পর্যায়ে খোঁজখবর করে এবং বিএনপির নেতা ও উধাও হয়ে যাওয়া এজেন্টদের অনেকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কাউকে ভোটের আগের রাতে, ভোটের দিন ভোরে বাড়ি থেকে, সকালে কেন্দ্রের ভেতর ও বাইর থেকে তুলে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ... তুলে নিয়ে গোপন স্থানে রেখে ভোট শেষ হওয়ার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, এমন ৪২ জন সম্পর্কে জানা গেছে, যাঁরা বিএনপির প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট বা কেন্দ্র কমিটির সদস্য ছিলেন।'

'তুলে নেওয়া ও ফেরার গল্প' শীর্ষক আরেক সাব-শিরোনামে বলা হয়, '৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের গাছা কলমেশ্বর আদর্শ বিদ্যালয় কেন্দ্রের ভেতর থেকে ভোটের দিন দুপুর পৌনে ১২টার দিকে ধানের শীষের এজেন্ট মোহাম্মদ ইদ্রিছ খানকে তুলে নেন সাদাপোশাকের একদল ব্যক্তি। ... ইদ্রিছের ভাষ্য, সেখানে তাঁর আগে নিয়ে যাওয়া হয় ৩৬ জনকে। তিনি ৩৭ নম্বর। তারপর আরও ৫ জনকে সেখানে নেওয়া হয়। ওই কক্ষে মোট ৪২ জন ছিলেন বলে ইদ্রিছের দাবি।' এছাড়া *প্রথম আলো*র প্রতিবেদনে বলা হয়: ভোটের দিন সকালে ধানের শীষের একজন এজেন্টকে বাড়ি থেকে পুলিশ তুলে নিয়ে যায়। পরে বিকেল চারটার পর তিনিসহ নয়জনকে একটি গাড়িতে তুলে কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ার পরিষদ রোডে নামিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া ভোটের আগের দিন সন্ধ্যায় শহরের ধীরাশ্রম এলাকা থেকে ছয়জন এবং সামন্তপুর এলাকা থেকে আরও চারজনকে সাদা পোশাকের পুলিশ তুলে নিয়ে যায়, পরবর্তীতে তাঁদের সন্ধান পাওয়া গেছে যে, তাঁরা ঢাকার কেরানীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগারে আছেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

২৭ জুন ২০১৮, 'নিয়ম-অনিয়মের নির্বাচন' শীর্ষক *প্রথম আলো*র প্রধান শিরোনামে বলা হয়: 'গাজীপুর সিটি সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ভালো-খারাপ সব রকম দৃশ্যই দেখা গেছে। ভোটারের কাছ থেকে ব্যালট নিয়ে সিল মারা, বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ, ব্যালট ছিনতাই, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর এজেন্টদের হুমকি ও কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া, কেন্দ্রের ভেতরে-বাইরে সরকারি দলের নেতা-কর্মীদের দাপটসহ সর্বত্র নিয়ন্ত্রণ ছিল। আবার কিছু কিছু কেন্দ্রে ভালো ভোটের চিত্রও দেখা গেছে।' একই দিন *প্রথম আলো*তে জনাব সোহরাব হাসানের 'বাইরে সুনসান ভেতরে গড়বড়' শিরোনামে আরেকটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

২৭ জুন ২০১৮, 'AL set to post runway win' শীর্ষক এক শিরোনামে গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়মের চিত্র তুলে ধরে *ডেইলি স্টার* পত্রিকা। যেমন, তাদের নয়জন প্রতিবেদক এবং তিনজন ফটো সাংবাদিক ৭২টি নির্বাচন কেন্দ্র পরিদর্শন করে ৪২টিতেই বিএনপির কোনো পোলিং এজেন্ট দেখেনি। প্রতিবেদনে পুবাইল আদর্শ ইউনিভার্সিটি কলেজ কেন্দ্রের চিত্র তুলে ধরে বলা হয়, '... Arounds 50 to 60 men with AL badges were inside centre during the voting. ... One man identifying himself as Jubo League leader Ashraful Alam said, 'We have a target to cast around 2,700-2,800 votes here for boat'. ... 'I cast 50-60 votes along. 100-200 is not a big deal' one of them was heard telling another.'

মোটাদাগে নির্বাচনের দিন থেকে পরবর্তী কয়েকদিনে গণমাধ্যমে নির্বাচন সংক্রান্ত যে তথ্যগুলো উঠে এসেছে তার সারাংশ হচ্ছে: ১. দায়িত্বপ্রাপ্তদের কাছ থেকে ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিয়ে সিল মেরে বাক্সে ভরা; ২. ভোটারের কাছ থেকে মেয়র পদের ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিয়ে সিল দেয়া; ৩. শুধু কাউন্সিলর প্রার্থীদের ভোট দিতে দেয়া; ৪. ব্যালট ছিনতাই, কয়েকটি কেন্দ্রে দুপুরের আগেই ব্যালট শেষ হয়ে যাওয়া এবং পরে আসা ভোটারদের ভোট দিতে না পারা; ৫. ক্ষমতাসীন দল ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক ধানের শীষ প্রতীকের এজেন্টদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও ভোটকেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া; ৬. বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, কমিশনের নির্দেশ উপেক্ষা করে ভোটের দিনেও বিরোধী দলের নির্বাচন পরিচালনাকারী কমিটির সদস্যদের গ্রেফতার করা; ৭. অনিয়মের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশের হামলা; ৮. ভোটকেন্দ্রের ভেতরে ও বাইরে ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীদের নিয়ন্ত্রণ ও দাপট; আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক ধানের শীষের কোনো কোনো এজেন্টকে আটক বা তুলে নিয়ে যাওয়া; ৪০টি কেন্দ্রে অস্বাভাবিক কম (১৪-৪০%) ও ৬১টি কেন্দ্রে অস্বাভাবিক বেশি (৭৩-৯৪%) ভোট পড়া; এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদেরকে একজন মেয়র প্রার্থী কর্তৃক খাবার সরবরাহ করা ইত্যাদি। এছাড়াও পুলিশ নির্বাচনের পূর্বে বিএনপির নির্বাচন পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট বেশকিছু নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করে।

আমরা লক্ষ করেছি যে, নির্বাচনের দিনে ব্যাপক কোনো সংঘর্ষ বা সহিংসতার ঘটনা দৃষ্টিগোচর না হলেও, অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার কারণে নয়টি ভোটকেন্দ্রের ভোট গ্রহণ স্থগিত করেছে নির্বাচন কমিশন।

নির্বাচন কমিশনসহ বিভিন্ন সংগঠনের বক্তব্য

নির্বাচন সম্পর্কে এক প্রতিক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশনের সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমেদ বলেন, 'গাজীপুরের নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে। ভোট গ্রহণ উৎসবমূখর পরিবেশে হয়েছে। ৪২৫টির মধ্যে ৯টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ স্থগিত হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'প্রার্থীদের দ্বন্দ্বের কারণে কয়েকটি কেন্দ্রে অনিয়ম হতে পারে। একটা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী ছাড়াও কাউন্সিলর প্রার্থীরা নির্বাচন করেন। তাদের দ্বন্দ্বের কারণে হয়তো ৯টি কেন্দ্রে অনিয়ম হয়েছে।'

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, 'গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে।' তিনি বলেন, 'বিএনপি'র অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই। দেশের অব্যাহত উন্নয়নের কারণেই জনগণের এ অকুণ্ঠ সমর্থন।'

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মহাসচিব মির্জা ফকরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, 'গাজীপুরের নির্বাচনে প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় ভোটকেন্দ্র দখলে নিয়ে সরকার ভোট ডাকাতির উৎসব করেছে। গত দুইদিন ধরে গাজীপুরে সরকারি সন্ত্রাসী তাণ্ডব ছিল দৃশ্যমান।' তিনি আরও বলেন, 'গাজীপুরের নির্বাচনে নৌকা মার্কার মেয়র প্রার্থী পুলিশের গাড়িতে করে নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়েছেন। এর আগেও বিএনপি প্রার্থী মেয়র নির্বাচিত হয়েছে। সুষ্ঠু ভোট হলে এবারেও বিএনপি প্রার্থী বিপুল ভোটে নির্বাচিত হতো।'

ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ (ইডব্লিউজি): নির্বাচন পর্যবেক্ষক নেটওয়ার্ক 'ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ' একটি সংবাদ সম্মেলন করে তাদের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে। ৫৭টি ওয়ার্ডের ৪২৫টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ১২৯টি পর্যবেক্ষণ করেন ইডব্লিউজি-এর পর্যবেক্ষকরা। পর্যবেক্ষকরা ৯৬.৯% কেন্দ্রে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এবং ৮১.৪ শতাংশ কেন্দ্রে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) পোলিং এজেন্টদের দেখতে পেয়েছেন। ভোটগ্রহণ শুরু থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত ইডব্লিউজি-এর পর্যবেক্ষকরা ৪৬.৫% (৬০টি) ভোটকেন্দ্রে সুনির্দিষ্ট নির্বাচনী অনিয়মের ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে জোর করে ব্যালট পেপারে সিল মারা, ভোটকেন্দ্রের ৪০০ গজের ভেতরে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো এবং ভোটকেন্দ্রের ভেতরে অননুমোদিত ব্যক্তিদের উপস্থিতি। মোট ১৫৯টি অনিয়মের ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন ইডব্লিউজি-এর পর্যবেক্ষকরা। ১২৯টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৮৮টিতে গণনা পর্যবেক্ষণ করে ইডব্লিউজি। এর মধ্যে দুটি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা ফলাফল শিটে একজন মেয়র প্রার্থীর পক্ষে ভোটের সংখ্যা বাড়িয়ে লেখেন; ঐ সময় গণনা কক্ষে বিএনপি প্রার্থীর কোনো এজেন্ট উপস্থিত ছিলেন না।

'সুজন'-এর পর্যবেক্ষণ: গাজীপুরেও খুলনা মডেল

উপরিউক্ত তথ্য-উপাত্ত থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, গাজীপুরেও খুলনা মডেলে নির্বাচন হয়েছে, যা ছিল 'নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন'। গাজীপুরে অবস্থিত 'সুজন'-এর স্বেচ্ছাব্রতীদের মতামতের ভিত্তিতে আমরাও একই উপসংহারে পৌঁছেছি। খুলনা মডেলের বৈশিষ্ট্য হলো:

- **আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় প্রধান প্রতিপক্ষকে মাঠছাড়া করা:** খুলনার মত গাজীপুরেও একই ঘটনা ঘটেছে। যেমন, নির্বাচন স্থগিত করার দিন (৬ মে, ২০১৮) একটি লেগুনা ভাঙচুর করার অভিযোগে পুলিশ বিএনপির প্রার্থী হাসান সরকারের বাড়ির আশপাশে অভিযান চালিয়ে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ আল নোমান-সহ ১৩ জনকে আটক করে। ছয় ঘণ্টা পর নোমানকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকি ১২ জন-সহ ১০৩ জনের নাম উল্লেখ করে পরদিন ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে টঙ্গী থানায় মামলা করে পুলিশ, যাদের মধ্যে ৪৮ জন বিএনপি প্রার্থীর নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য। যদিও পরে টঙ্গী থানায় উক্ত লেগুনাটিকে অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায় (*প্রথম আলো*, ০৯ মে ২০১৮)। এছাড়া ২০ জুন দিবাগত রাত থেকে বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির নয়জনকে পুলিশ আটক করার অভিযোগ আনে দলটি (*প্রথম আলো*, ২২ জুন ২০১৮)। ফলে একটি ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং নির্বাচনের আগেই বিএনপির নেতা-কর্মীরা এলাকা ছাড়া হয়। মাঠ ফাঁকা হওয়ার নেতিবাচক প্রভাব নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রকটভাবে দেখা দেয়। গ্রেফতার ও হয়রানির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নির্বাচন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার না করার হাইকোর্টের আদেশ এবং ওয়ারেন্ট ছাড়া কাউকে গ্রেফতার না করার নির্বাচন কমিশনের ২৪ জুনের নির্দেশনা জারি সত্ত্বেও অনেককে গ্রেফতারের অভিযোগ ওঠে, এমনকি নির্বাচনের দিনেও।

- **বিএনপি প্রার্থীর পোলিং এজেন্টদের দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি করা:** গাজীপুরেও বিএনপি প্রার্থীর পোলিং এজেন্টদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হয়েছে। তাদের অনেককে কেন্দ্রে উপস্থিত হতে বাধা দেওয়া হয়েছে এবং কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। কাউকে কাউকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আটকে রেখে ভোটের পরে মুক্তি দিয়েছে। আবার কয়েকজনকে কেরাণীগঞ্জের কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। কেন্দ্রে পোলিং এজেন্টের অনপুস্থিতে কোনো প্রার্থীর পক্ষে ভোটের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। যেমনটি ঘটেছে, ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, গাজীপুরের অন্তত দুটি কেন্দ্রে এমনটি ঘটেছে। পোলিং এজেন্টের অনপুস্থিতে ব্যালট বক্স স্টাফিংও সম্ভব।

- **নির্বাচনের দিনে জোর-জবরদস্তি করা:** গণমাধ্যম ও আমাদের (সুজন) স্বেচ্ছাব্রতীদের পর্যবেক্ষণে অনুযায়ী, খুলনার নির্বাচনের গাজীপুরেও ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে জোর-জবরদস্তি করা হয়েছে। সাময়িকভাবে কেন্দ্র দখল করে জালভোট প্রদান, ভোটকেন্দ্রে এবং এর আশেপাশে ভীতিকর ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি এবং ভোট প্রদানে বাধা দান ইত্যাদি নানা অনিয়ম ঘটেছে। এরফলে অনেকগুলো কেন্দ্রে অস্বাভাবিক হারে ভোট পড়েছে। নির্বাচন কমিশনের মতে, গাজীপুরে ভোট প্রদানের হার ৫৭.২ শতাংশ হলেও ৬১টি কেন্দ্রে ৭৩ থেকে ৯৪% পর্যন্ত ভোট পড়েছে। এছাড়াও ৪০টি ভোটকেন্দ্রে অস্বাভাবিকভাবে নিম্ন হারে অর্থাৎ ১৪ থেকে ৪০% ভোট পড়েছে। জবরদস্তি করে সিলমারার

কারচুপির নির্বাচনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট হলো ভোট প্রদানের হার বাড়ার সাথে সাথে বিজয়ীর ভোট প্রাপ্তির পরিমাণ আরও বেশি হারে বাড়বে এবং তাঁর অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বীর পরিমাণ আরও বেশি হারে কমবে। একইভাবে ভোট প্রদানের হার বাড়ার সাথে সাথে বাতিল ভোটের হারও পরিবর্তিত হবে। আমাদের প্রাথমিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, খুলনার মত গাজীপুরেও তা ঘটেছে।

- **নির্বাচন কমিশনের নির্বিকার ভূমিকা:** খুলনার মত গাজীপুরের নির্বাচনেও বহু অনিয়ম ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হয়রানি ও বাড়াবাড়ির অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে, যা সম্পর্কে নির্বাচন কমিশন ছিল বহুলাংশে নির্বিকার। যেমন, গাজীপুরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে প্রতিপক্ষের নেতা-কর্মীদের হয়রানি ও গ্রেফতারের অভিযোগ করা হলেও, নির্বাচনের একদিন আগে কমিশন এ বিষয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে, যা রোগী মরে যাবার পর ডাক্তার হাজির হবার মত অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। গাজীপুরের এসপির বিরুদ্ধে বারবার অভিযোগ উত্থাপন করা সত্ত্বেও বর্তমান কমিশন এ ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি, যদিও বিগত রকিবউদ্দিন কমিশন আগের একটি নির্বাচনে তাঁকে বদলি করার ব্যবস্থা করেছিল। এছাড়াও কমিশনের কাছে অভিযোগ করার দাবি করা সম্পূর্ণভাবে অবাঞ্ছিত, কারণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে কমিশনের ভূমিকা ফুটবল খেলার রেফারির মত, যার দায়িত্ব হলো কেউ যেন খেলায় অসদাচারণে লিপ্ত না হয় তা নিশ্চিত করা। খুলনার নির্বাচনের পর অসদাচারণের অভিযোগের প্রেক্ষিতে কমিশনের পক্ষ থেকে কারো বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে আমরা শুনিনি; যদিও *সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০*-এর ধারা ৮১ অনুযায়ী, 'প্রজাতন্ত্রে কর্মে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি কোনোভাবে নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহার সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহার করেন।'

নির্বাচনের ফলাফল প্রসঙ্গ

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদের নির্বাচন হয় রাজনৈতিক দলভিত্তিকভাবে এবং দলীয় প্রতীকে। কাউন্সিলর পদের নির্বাচন নির্দলীয়ভাবে হওয়ার কথা থাকলেও রাজনৈতিক দল থেকে রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রার্থীর নাম ঘোষণা অথবা সমর্থন করা হয়। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, মেয়র প্রার্থী ছাড়াও ফলাফল নির্ধারিত হওয়া ৫২টি ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদের মধ্যে ৩৮টিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ১১টিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, ২টিতে জাতীয় পার্টি সমর্থিত এবং ১টিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী বিজয়ী হয়েছে (*প্রথম আলো*, ২৮ জুন, ২০১৮)। সংরক্ষিত নারী আসনে ১৮ জন বিজয়ী কাউন্সিল পদের মধ্যে সাতটিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ২টিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং নয়টিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী বিজয়ী হয়েছে (*সমকাল*, ২৮ জুন, ২০১৮)।

ফলাফল প্রসঙ্গে বলা যায় যে, খুলনা মডেল বাস্তবায়ন করা ছাড়াও আওয়ামী লীগ প্রার্থীর ব্যাপক নির্বাচনী প্রস্তুতিও তাঁর জয়ের পেছনে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। কেননা অনেক আগে থেকেই মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের ব্যাপক নির্বাচনী প্রস্তুতি ছিল। ৫৭টি ওয়ার্ডেই জাহাঙ্গীর আলম শিক্ষা ফাউন্ডেশন, ব্যক্তিগত খরচে অনেক এলাকায় ট্রাফিক সহযোগী নিয়োগ, নির্বাচনের সময় সকল ভোটকেন্দ্রের জন্য ভোটকেন্দ্রভিত্তিক নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন, সকল পোলিং এজেন্টদের আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ছিল তার নির্বাচনী প্রস্তুতির অংশ। এছাড়াও একজন তরুণ প্রার্থী হিসেবে তিনি সমগ্র নির্বাচনী এলাকা চষে বেড়িয়েছেন। প্রতিটি এলাকায় পোস্টারিং-লিফলেটিং-সহ ব্যাপক প্রচারণা ছিল তাঁর পক্ষে। ফলে মাঠের দৃশ্যমান আওয়াজ ছিল তাঁর পক্ষে। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের কাজ করতে গিয়ে নির্বাচনের পূর্বে বিশেষ করে দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৮-২৪ জুন ২০১৮) প্রচারণার সময় বেশিরভাগ এলাকায় বিএনপির কর্মী স্বল্পতা এবং পোস্টারিং-লিফলেটিং-সহ প্রচার-প্রচারণার ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ করা গিয়েছে।

এছাড়াও আরও দুটি বিষয়ও গাজীপুরের নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করেছে বলে আমরা মনে করি, যার একটি ছিল টাকার খেলা। হঠাৎ করে আদালতের স্থগিতাদেশের কারণে রোজার আগে নির্বাচন এক মাসের অধিক সময়ের জন্য নির্বাচন স্থগিত হবার ফলে ইফতার অনুষ্ঠান আয়োজনের নামে প্রার্থীরা বা তাঁদের পক্ষে বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় করা হয়, নির্বাচন কমিশন যার লাগাম টেনে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। এধরনের টাকার খেলা বিত্তবান প্রার্থীদের জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত সুবিধার সৃষ্টি করেছিল।

আরেকটি বিষয়ও গাজীপুরের নির্বাচনে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল, যা ছিল উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি। যেহেতু বিগত পাঁচ বছরে বিএনপির মনোনয়নে নির্বাচিত গাজীপুরের মেয়র বিভিন্নভাবে মামলা, গ্রেফতার, বরখাস্ত ও জেল-জুলুমের শিকার হয়েছিলেন এবং এর মাধ্যমে গাজীপুরবাসীকে উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তাই গাজীপুরের ভোটারদের সামনে অঘোষিত কিন্তু সুস্পষ্ট বার্তা ছিল: উন্নয়ন চাইলে সরকারি দলের প্রার্থীকে ভোট দিতে হবে। আর গাজীপুরের রাস্তাঘাটের দুরবস্থা, পয়ঃনিষ্কাশনের বেহাল দশা, চারদিকে ময়লা-আবর্জনার ছড়াছড়ি ইত্যাদি গাজীপুরের ভোটারদের, বিশেষত দল নিরপেক্ষ ভোটারদেরকে ক্ষমতাসীনদের প্রার্থীদেরকে ভোট দেওয়ার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রভাবিত করেছে বলে আমরা মনে করি।

ভবিষ্যতের নির্বাচন সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ করতে করণীয়

আগামী ৩০ জুলাই ২০১৮, একই দিনে রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ তথা সুষ্ঠু করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের কিছু করণীয় রয়েছে।

খুলনা ও গাজীপুরের সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে অনেকগুলো গুরুতর প্রশ্ন উঠলেও নিকট অতীতে নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা ও রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সুষ্ঠু, নিরপক্ষ, শান্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য হয়েছে। বর্তমান নির্বাচন কমিশনের অধীনেই রংপুরে একটি দৃষ্টান্ত সৃষ্টিকারী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব নির্বাচন থেকে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা হয়েছে, যা থেকে শিক্ষা গ্রহণ এবং তার ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের খাতিরে আমাদের নির্বাচনী বিধি-বিধান ও ব্যবস্থায় জরুরিভাবে কিছু পরিবর্তন আনা আবশ্যক।

নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন হলো: নির্বাচন কমিশন, সরকার তথা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রশাসন, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজ। এসব অংশীজনের স্ব-স্ব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের ওপরেই নির্ভর করবে ভোটাররা নির্বিঘ্নে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে কি-না। আর এসব অংশীজন যদি তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করে বা না করতে পারে, তাহলে নির্বাচন বিতর্কিত হতে বাধ্য।

তবে উপরিউক্ত অংশীজনের মধ্যে সবার ভূমিকা সম গুরুত্বপূর্ণ নয়। নির্বাচনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্বাচন কমিশনের। বস্তুত কমিশনকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নির্বাচনের সকল আয়োজন সম্পন্ন করার জন্য, যাতে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর হয়। কারণ গ্রহণযোগ্য নির্বাচন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পূর্বশর্ত।

নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন হলো সরকার এবং সরকারি দল। সাম্প্রতিককালের নির্বাচনের অভিজ্ঞতা থেকে এটি আবারও সুস্পষ্ট যে, সরকারের অংশ হিসেবে প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং সরকারি দল সদাচারণ না করলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান ও গণমাধ্যমের মত গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনের পক্ষেও তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা সম্ভবপর হয় না। তাই গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা 'নেসেসারি' বা অপরিহার্য হলেও, তা 'সাফিসিয়েন্ট' বা যথেষ্ট নয়। তবে নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে তার সংবিধান প্রদত্ত 'ইনহারেন্ট' বা অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ব্যবহার করে অগ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে অসম্মতি জানাতে পারে, মাঝ পথে নির্বাচন বন্ধ করে দিতে পারে, এমনকি তদন্ত সাপেক্ষে নির্বাচনী ফলাফলও বাতিল করতে পারে। তাই নির্বাচন কমিশনের সততা, সাহসিকতা এবং নিরপেক্ষতা নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের অন্যতম পূর্বশর্ত।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, নির্বাচন একটি প্রক্রিয়া – এটি একদিনের বিষয় নয়। নির্বাচন একদিনের বিষয় হলে 'একদিনের গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠিত হয়, যাকে কোনোভাবেই গণতন্ত্র বলা যায় না। নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হয় নির্বাচনের পর দিন থেকে এবং শেষ হয় পাঁচবছর পর পরবর্তী নির্বাচনের মাধ্যমে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অনেকগুলো ধাপ রয়েছে এবং এ ধাপগুলো সঠিকভাবে সম্পন্ন হবার ওপর নির্বাচনের সঠিকতা নির্ভর করে। প্রসঙ্গত, *সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ* এবং *ইন্টান্যাশনাল কভেনেন্ট অন সিভিল এবং পলিটিক্যাল রাইটস্*, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি অনুযায়ী আমরা 'জেনুইন' বা সঠিক নির্বাচন করতে দায়বদ্ধ। তাই অন্যরা আমাদের নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই পারে, যেমনি পারে তারা মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে।

সঠিক নির্বাচনের জন্য আবশ্যকীয় ধাপগুলো হলো: যারা ভোটার হবার যোগ্য তাদের ভোটার হতে পারা; যারা প্রার্থী হতে আগ্রহী তাদের প্রার্থী হতে পারা; ভোটারদের সামনে বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প থাকা; প্রার্থীদেরকে এবং সকল দলকে নির্বিঘ্নে ও হয়রানিমুক্তভাবে প্রচার-প্রচারণা চালাতে দেওয়া; প্রার্থীদের নির্বাচনী এজেন্টদের দায়িত্ব পালনে কোনোরূপ বাধা না থাকা এবং এজেন্টদেরকে হয়রানি না করা; ভোটারদের সামনে প্রার্থীদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ও সঠিক তথ্য থাকা; ভোট প্রদান টাকা ও পেশিশক্তিমুক্ত হওয়া; ভোটের দিনে ভোটারদের স্বাধীনভাবে ও প্রভাবমুক্ত হয়ে ভোট দিতে পারা; ভোটকেন্দ্র এবং তার নিকটস্থ স্থানে কোনোরূপ মিছিল ও প্রচার-প্রচারণা না চালাতে পারা এবং ভোটকেন্দ্রের শৃঙ্খলা রক্ষা করা; সঠিকভাবে ভোট গণনা এবং প্রকাশ করা; ভোটের পরে সরকারের পক্ষ থেকে জনরায়কে সমীহ করা; ভোটের ফলাফল অপছন্দের কারণে ভোটারদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া থেকে নিবৃত্ত থাকা; এবং সর্বোপরি পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়া বিশ্বাসযোগ্য হওয়া। এসবগুলো ধাপ সঠিক হলে নির্বাচনী মাঠ সমতল থাকে এবং নির্বাচন সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য হয়।

সাম্প্রতিক খুলনা ও গাজীপুরের নির্বাচনে উপরিউক্ত ধাপগুলো সঠিক না থাকার কারণে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তাই খুলনা ও গাজীপুরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আসন্ন তিনটি সিটি করপোরেশনের নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য করার লক্ষে আমরা নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলো করছি:

(১) এই নির্বাচনে যে সকল অনিয়ম ও ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিত হয়েছে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক তা আমলে নেওয়া, এ ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা; প্রতিটি ঘটনার জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা এবং সীমাবদ্ধতাগুলো কাটিয়ে ওঠার জন্য এখন থেকেই পূর্ব-প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(২) আইনানুযায়ী হলফনামায় মিথ্যা তথ্য দিলে বা তথ্য গোপন করলে মনোনয়নপত্র বাতিল হবার এবং পরবর্তীতে নির্বাচন বাতিল হবার কথা। তাই আমাদের নির্বাচনী তথা রাজনৈতিক অঙ্গনকে কলুষমুক্ত করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের/রিটার্নিং কর্মকর্তার পক্ষ থেকে

প্রার্থীদের, বিশেষত মেয়র পদপ্রার্থীদের হলফনামাগুলো প্রয়োজনে এনবিআর ও দুদকের সহায়তা নিয়ে চুলচেরাভাবে যাচাই-বাচাই করা।

(৩) বর্তমানে জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থীদের পক্ষ থেকে প্রতিপক্ষের হলফনামা চ্যালেঞ্জ করার বিধান রয়েছে। এই বিধান স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রেও এবং সকল ভোটারের জন্যও প্রযোজ্য করা।

(৪) আমাদের সকল নির্বাচনী আইনের অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষা হলো প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেটগণ নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাচন কমিশন/রিটার্নিং কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে দায়িত্ব পালন করবেন, যা বাস্তবে ঘটে না। তাই আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাগুলোর (যেমন, সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০-এর ৮৪, ৮৯ ধারা) স্পষ্টকরণ আবশ্যক, যাতে বিরাজমান 'দ্বৈত শাসনে'র অবসান ঘটে এবং নির্বাচনকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা নির্বাচন কমিশন/রিটার্নিং কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে কাজ করেন। এলক্ষ্যে 'সকল প্রার্থীর সমান সুযোগ নিশ্চিতকরণে'র অভিপ্রায়ে নির্বাচন কমিশনের 'গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন কোনো বাসিন্দা বা ভোটারকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার না করার' নির্দেশনা সম্বলিত নির্বাচন কমিশনের ২৪ জুন ২০১৮-এর প্রজ্ঞাপনের মত একই নির্দেশনা সিলেট, রাজশাহী ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের জন্যও অনতিবিলম্বে জারি করা আবশ্যক। এই নির্দেশনায় আরও স্পষ্টকরণ আবশ্যক যে, সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতিরেকে সিটি কর্পোরেশন কোনো বাসিন্দা বা ভোটারকে গ্রেফতার করা যাবে না। আর ভোটের ফলাফল প্রভাবিত করার লক্ষ্যে সরকারি পদ-মর্যাদার অপব্যবহার করা হলে কমিশনকে বিধির ৮১ ধারার অধীনে শাস্তি কার্যকরও করতে হবে।

(৫) ভোট গ্রহণের সময় সকাল ৯.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত করা এবং ব্যালট বাক্স ও ব্যালট পেপার ভোটকেন্দ্রে আগের রাতের পরিবর্তে ভোটের দিন সকালে বিতরণ করা। গ্রীষ্মকালীন সময়ে এবং মহানগরের নির্বাচনে এটি করা অতি সহজেই সম্ভব।

(৬) ভোট গ্রহণের শুরুতে ব্যালট বাক্স সবাইকে প্রদর্শনের সময়ে বাক্স খালি বলে সকল প্রার্থীর এজেন্টের স্বাক্ষর সম্বলিত – যদি না কোনো প্রার্থী তার এ অধিকার প্রয়োগ করতে না চায় – একটি প্রত্যয়নপত্র প্রকাশ করা।

(৭) প্রতি ঘণ্টায় মোট ভোট প্রদানের সংখ্যা সকল প্রার্থীর এজেন্টের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি প্রত্যয়নপত্র প্রকাশ করা।

(৮) ভোট গণনা শেষে ভোটের হিসাব সকল প্রার্থীর এজেন্টের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি প্রত্যয়নপত্র প্রকাশ করা।

সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী বিধি-বিধানে এসব এবং প্রয়োজনে আরও পরিবর্তন আনতে পারে। *আলতাফ হোসেন বনাম আবুল কাসেম* মামলার রায়ে [৪৫ডিএলআর(এডি)(১৯৯৩)] বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, সংবিধানের 'তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণে'র বিধানের অধীনে প্রদত্ত অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে আইনি বিধি-বিধানের সঙ্গে সংযোজনও করতে পারবে। এছাড়াও আমাদের নির্বাচন কমিশনকে বিধি প্রণয়ণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এর জন্য একমাত্র প্রয়োজন কমিশনের সদিচ্ছা।

আশা করি, খুলনা ও গাজীপুরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের মধ্য দিয়ে নির্বাচন কমিশনকে জনমনে আস্থা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। অন্যথায় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জাতিগতভাবে আমরা নতুন সংকটের মুখোমুখি হতে পারি; যা আমাদের একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত করতে পারে। আমাদের প্রত্যাশা নির্বাচন কমিশন, সরকার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী-সহ সংশ্লিষ্ট সকলেই তাদের চিহ্নিত ত্রুটিসমূহ সংশোধন করবে এবং আগামী নির্বাচনগুলো অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ তথা স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করবে।

Centre-wise analysis of Gazipur 2018 election

Percentage	No of Centers	Vote for Winner (Jahangir Alam)	Vote for nearest contestant (Hasan Uddin Sarkar)	Difference in Vote as percentage of nearest contestant's vote
20-30%	2	754	568	32.74648#
30-40%	38	21260	13016	63.33743
40-50%	86	54918	39655	38.48947
50-60%	111	99640	52814	88.6621
60-70%	86	97287	43201	125.1962
70-80%	62	85572	32660	162.0086
80-90%	29	38934	15103	157.7898
90-100%	2	4153	1016	308.7598

[(754 – 568) /568] * 100
Total Number of Centers: 425
Number of centers for which election was postponed: 9
Number of centers for which data were available: 416

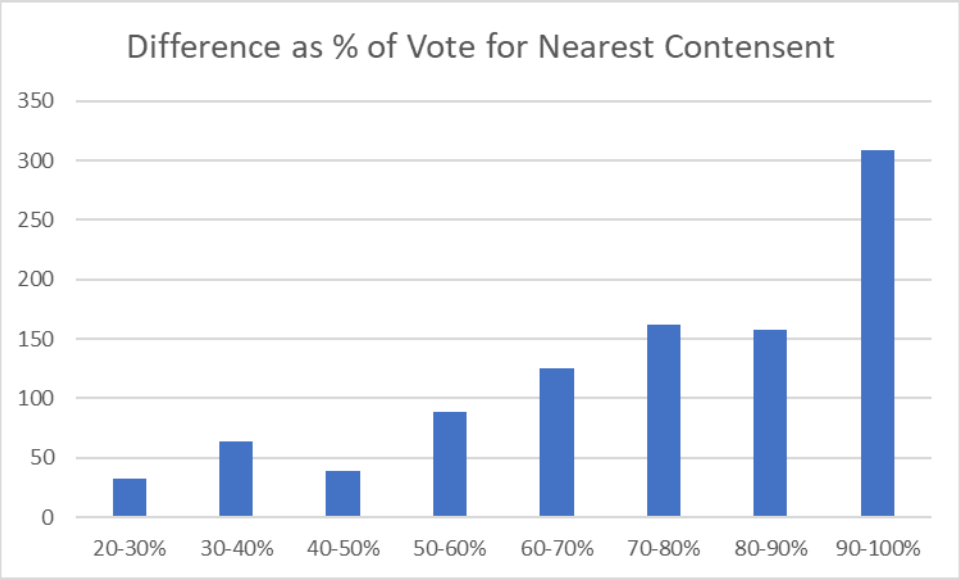

(নির্বাচন কমিশন থেকে প্রাপ্ত কেন্দ্রভিত্তিক মেয়র পদপ্রার্থীদের ফলাফলের ভিত্তিতে তৈরি)